দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

৭

বোর্ডের বই : ভুলভ্রান্তি

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তারা জানিয়ে দিয়েছেন, "আপনার পান্ডুলিপির অংশবিশেষও মুদ্রণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল।"

এই এক বই প্রকাশের কাহিনী।

বোর্ডের বইয়ের মান নিয়ে স্বাধীনতার পর থেকেই এক অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বোর্ড যেসব বই প্রকাশ করে, তার রচনা মান, তথ্য, পাঠ যোগ্যতা, মুদ্রণমান, ভুল-ভ্রান্তি এখন প্রায় কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও কম হয়নি। কিন্তু বোর্ডের বই-এর মানোন্নয়নের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেননি বলেই মনে হয়। বরং কখনও কখনও এমন দেখা গেছে যে বোর্ডের বইয়ের নিম্ন মানের ব্যাপারে রিপোর্ট প্রকাশিত হতে শুরু করলে তা বন্ধের জন্য নানা ধরনের চাপ-তদবির শুরু করা হয়েছে।

বোর্ডের বই রচনার ক্ষেত্রে হেলাফেলার মাত্রা খুবই বেশি। সাধারণ একজন প্রকাশক একটি বই প্রকাশের ব্যাপারে যতটুকু যত্নবান, বোর্ড তা নয়। একথা বোর্ডের যেকোনো বইয়ের ব্যাপারে সত্য। সাহিত্য থেকে বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান থেকে অঙ্ক বই পর্যন্ত একথা প্রযোজ্য। অঙ্ক বইগুলো এমন যে, যেন-তেন একটা অঙ্ক লিখে দিয়েই বোর্ড খালাস, এর ফল শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে সে ব্যাপারে রচয়িতার কোন মাথাব্যথা নেই। আগের দিনে জটিল অঙ্ক কষে, এ, বি, ১, আধা এসব অঙ্কে গিয়ে মিলত ফল। এ আর সে হিসাব নেই। অঙ্ক তৈরির ব্যাপারে সে যত্ন কোথায়ও পরিলক্ষিত হয় না। ফলে ফল যা দাঁড়ায় তার দিকে তাকানোই দুরূহ হয়ে পড়ে।

বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ডের এই বেহিসাবী প্রবণতা অবসানের কোন উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। অথচ বোর্ডের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। কারণ বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের দায়িত্ব অনেক বড়। দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা বোর্ডের বইয়ের ওপর নির্ভর করে। বোর্ডের বইয়ের ওপর আস্থা না থাকলে, তার মান সর্বোচ্চ না হলে শিক্ষা যেমন আশানুরূপ হয় না, তেমনি শিক্ষার মানও ক্রমশ নিম্নমুখী হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থার যে অবসান দরকার অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদ সকল মহলই তা স্বীকার করে নেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মনে হচ্ছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ বড় বেশি এক গুঁয়ে মনোভাব প্রকাশ করছেন।

এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ বছরের প্রথম দিকে ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি সমাজ বিজ্ঞান বই লেখার জন্য লেখকদের কাছ থেকে পান্ডুলিপি আহ্বান করে। এই আহ্বানে অনেকের মধ্যে সাড়া দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ সাঈদউর রহমান ও অধ্যাপক আনিস ফাতেমা। পান্ডুলিপি বাছ বিচার করে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ডঃ রহমানকে একপত্রে জানান যে তার বইটি নিরীক্ষকদের বিচারে প্রথম হয়েছে। এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। কিন্তু পরে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাকে জানান যে এই পান্ডুলিপির অংশ বিশেষ গ্রহণ করা হবে এবং তার গৃহীত অংশের জন্য পৃষ্ঠাপ্রতি তাকে ১২০ টাকা করে সম্মানী দেয়া হবে। এখানে প্রশ্ন হল বইটি যদি বোর্ডের নিরীক্ষকদের বিচারে প্রথম হয়েই থাকে তা হলে তার পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রহণ করতে বাধা কোথায়? আর নিরীক্ষকরা যদি এই পান্ডুলিপি সংশোধন করার দরকার মনে করে থাকেন, তা হলে সংশ্লিষ্ট লেখককেইবা কেন দায়িত্ব দেয়া হবে না।

বই প্রকাশের জন্য বোর্ড ডঃ রহমানের কাছে যে চুক্তিপত্র পাঠান, তাতে লেখা হয় যে ভবিষ্যতে এই পান্ডুলিপির ওপর লেখকের কোন অধিকার থাকবে না। বোর্ড বইয়ের যেকোন কিছু সংশোধন করতে পারবে তার জন্য কোন রকম চ্যালেঞ্জ করা যাবে না, আবার এত সব সত্ত্বেও ক্ষতিকর যদি কিছু থেকে যায়, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে লেখককেই। এক আশ্চর্য চুক্তিনামা।

ইতিমধ্যে লেখক বইয়ের গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ে জানতে চান বোর্ডের কাছে। বোর্ড জানায় বই যা-ই ছাপা হোক না কেন, লেখক সেই ভিত্তিতে আর কোন রয়্যালটি পাবেন না। কিন্তু রয়্যালটির এই নিয়ম আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব আইনের পরিপন্থী। আর বাংলাদেশও গ্রন্থস্বত্ব আইনের আওতাভুক্ত। দেশের সর্ববৃহৎ এবং সরকারী প্রকাশনা সংস্থার এই আইনের এ ধরনের ব্যত্যয় আশা করা যায় না।

রয়্যালটি সংক্রান্ত এই প্রশ্ন উত্থাপন করে চুক্তিপত্র সম্পাদনা বিলম্বিত হয়। সেই প্রেক্ষিতে গত ২০শে অক্টোবর বোর্ড কর্তৃপক্ষ ডঃ রহমানকে এক পত্রে জানান যে লেখক যদি বোর্ডের নীতিমালা মেনে নিয়ে তিন দিনের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন না করেন, তাহলে বোর্ড বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। লেখক তার জবাবে জানান, সংশোধিত পান্ডুলিপি তার মনঃপূত হলে তিনি চুক্তিপত্র সই করবেন। সুতরাং তিনি সংশোধনী দেখতে চান। বোর্ড সম্ভবত তা-ও মেনে নিতে পারেনি। ফলে গত ১৭ই নবেম্বর তারা লেখককে একপত্রে জানিয়ে দেন যে "আজ পর্যন্ত আপনি বোর্ডের সাথে চুক্তিপত্রে সম্পাদন না করায় বোর্ড বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত ৬ষ্ঠ শ্রেণীর "সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ" নামক পান্ডুলিপির অংশ বিশেষ মুদ্রণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।" (উদ্ধৃত বাক্যটিও ভুল)। চমৎকার সিদ্ধান্ত। বোর্ডের ল্যাঠা চুকে গেছে।

এবং বোর্ডেরই সিদ্ধান্ত মত প্রতিযোগিতায় 'প্রথম হওয়া' একটি বই থেকে অভিভাবক ও ছাত্র সমাজ বঞ্চিত হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে আমাদের বক্তব্য দুটি। প্রথমত বোর্ডের মানসম্মত বই প্রকাশের স্বার্থে এবং শিক্ষা পরীদের যথার্থ শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজনে বোর্ডের বই গ্রহণের "অংশবিশেষ" নীতিমালা পরিবর্তন করা অতীব জরুরী। এই ব্যবস্থা না নেয়া গেলে বোর্ডের বইয়ের মানের উন্নয়ন কখনও সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়ত বোর্ডকে অবশ্যই দেশের প্রচলিত গ্রন্থস্বত্ব আইন মেনে চলা উচিত। এবং এ সংক্রান্ত সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য ভাল বই চাই। তাদের শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা চাই। সেই পথের সকল প্রতিবন্ধকতার অবসান হবে—এটাই আশা।

—রে মি